দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 27 APR 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ভিসিসহ প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

ঢাবি শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও দ্বিতীয় ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেবে সরকার

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন কাঠামো বৃদ্ধি ও দ্বিতীয় ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেবে সরকার। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবির প্রেক্ষিতে শনিবার প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎকালে তিনি এ আশ্বাস দেন। এছাড়া শিক্ষকদের জন্য টাওয়ার ভবন নির্মাণ, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবি শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি

(প্রথম পৃঃ পর)

জন্য আবাসন প্রকল্প, শিক্ষকদের জন্য উত্তরায় প্লট বরাদ্দ, একটি ছাত্রহল নির্মাণসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প ইতিমধ্যে প্লানিং কমিশনে পাস করা হয়েছে। আগামী মাসের মধ্যে ২৫৪ কোটি টাকার সামগ্রিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ শুরু করতে পারবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয় ভিসির নেতৃত্বে সিন্ডিকেট সদস্য ও ডীনরা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নেয়া এসব উদ্যোগের কথা তাদের জানান। ভিসির সঙ্গে ওই প্রতিনিধি-দলে ছিলেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, সামুদ্রিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশীদ। বৈঠকে শিক্ষা উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান, শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলাম, প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয়ের সচিব আমিনুল ইসলাম, প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব ফাহিম মুনায়েম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক সূত্র জানায়, প্রধান উপদেষ্টার সরাসরি নির্দেশনায় এই প্রকল্পের কাজ শুরু হচ্ছে। এর মধ্যে শিক্ষকদের বিদেশে প্রশিক্ষণ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়, শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, জগন্নাথ হলে এক হাজার ছাত্রের জন্য ভবন নির্মাণ এবং অতি পুরাতন স্থাপনাদি মেরামত ও সংস্কার প্রকল্প, জিয়া ও সূর্যসেন হলের মাঝখানে একটি ছাত্র হল এবং নির্মিতব্য ছাত্রী হলের আরও একটি ভবন নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে। বৈঠককালে পরমাণু শক্তি কমিশন, রেলওয়ে, নিমতলি বস্তি, নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়িসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিতে গড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সরিয়ে দেয়া এবং এসব জমি বিশ্ববিদ্যালয়কে ফিরিয়ে দেয়ার বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতারও আশ্বাস দেন প্রধান উপদেষ্টা। এছাড়া আতলিয়ার আশপাশ এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য শিক্ষকরা দাবি জানালে বিষয়টি যৌক্তিক অভিহিত করে তা বাস্তবায়ন করা হবে বলে প্রধান উপদেষ্টা তাদের আশ্বাস দেন।